ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা ভাসানী হল এবং আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৩০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আটজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রুবায়েত হাসান ও ৪৮তম ব্যাচের রাসেল আকন্দ এবং মওলানা ভাসানী হলের আহত শিক্ষার্থীরা হলেন ৫০তম ব্যাচের হৃদয়, রাব্বি, ৪৯তম ব্যাচের হুজায়ফা, নয়ন, ৪৬তম ব্যাচের নিবিড় ও নজরুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে চ্যান্সেলর কাপ ফুটবল ম্যাচে মুখোমুখি হয় মওলানা ভাসানী হল এবং আ ফ ম কামালউদ্দিন হল। ৪০ মিনিটের এই খেলার ৩৭ মিনিট চলাকালে রেফারি কামালউদ্দিন হলের বিরুদ্ধে অফসাইডের বাঁশি দেন। এ সময় মওলানা ভাসানী হলের গোলপোস্টে বল ঢুকে যায়। এরপর কামালউদ্দিন হলের খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা গোল উদ্‌যাপন করেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী হল এই গোল মানতে রাজি না হলে দুই দলের খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের উপস্থিতিতে সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা চলে যান।

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, এ ঘটনার জেরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে দুই হলের শিক্ষার্থীরা রড, রামদা, লাঠিসোঁটা নিয়ে বটতলায় অবস্থান নেন। পরে তাঁদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও কয়েক দফায় সংঘর্ষ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা শামসুর রহমান বলেন, ‘কতজন আহত হয়েছেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আমরা ছয়জন চিকিৎসক শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছি। কমপক্ষে ৩০ জনের মতো আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা খারাপ ছিল। এর মধ্যে ৪ জনের মাথায় ইটের আঘাত লেগেছে এবং একজন মুখে ও দাঁতে আঘাত পেয়েছেন।’

রাত নয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নূরুল আলম, চুক্তিভিত্তিক রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ, আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষ কমিটির সভাপতি আবদুল্লাহ হেল কাফি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসানসহ প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ঘটনাস্থল এবং দুই হল পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে উপাচার্য নূরুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা সবকিছু পরিদর্শন করেছি, পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত। এই মুহূর্তে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আমরা আলোচনা করে সার্বিক ব্যবস্থা নেব।’ এ সময় তিনি আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহন করবে বলে জানান।